الآيات والأحاديث المنتخبة للدعوة والجهاد

দাওয়াহ ও জিহাদ বিষয়ক

নির্বাচিত আয়াত ও হাদীস-১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

দুটি কথা

একজন মুমিনের জীবনে কুরআন-সুন্নাহর গুরুত্ব কতটুকু তা মুমিন মাত্রই জানে। গভীর অন্ধকার রাতে পথ চলতে আলোর প্রয়োজনীয়তা যতটুকু; একজন মুমিনের জীবনে কুরআন-সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

এ প্রয়োজনীয়তার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়, যখন কোনো মুমিন আল্লাহর দিকে আহবান করার মহান কাজে আত্মনিয়োগ করে।

তাছাড়া চতুর্মুখী ফিতনার এ যুগে যখন হককে বাতিল থেকে আলাদা করতে অনেক অভিজ্ঞজনরাও হিমশিম খাচ্ছে, তখন একমাত্র কুরআন-সুন্নাহই পারে একজন মুমিনকে সঠিক পথ দেখাতে। এই ত্রিমুখী প্রয়োজনকে সামনে রেখে কুরআন-সুন্নাহর নির্মল ও স্বচ্ছ জ্ঞানকে দাঈ ভাইদের সামনে পেশ করাই আমাদের এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য। আমাদের দাঈ ভাইগণ কুরআন-সুন্নাহর এই নির্মল বার্তাগুলো গ্রহণ করে নিজের ব্যক্তি জীবনে এবং দাওয়াতি ময়দানে প্রয়োগ করতে পারলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআন সুন্নাহর মহাসমুদ্র থেকে নির্বাচন করা অনেক কষ্টসাধ্য একটি কাজ। সর্বস্তরের দাঈ ভাইগণ যেন সমানভাবে এ সংকলন থেকে উপকৃত হতে পারেন; এ লক্ষ্যেই এখানে প্রতিটি বিষয়ে মাত্র একটি আয়াত ও তিনটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে হাদিসে বর্ণিত একটি দোয়াও যুক্ত করা হয়েছে।পুরো মাসের জন্য মাত্র ১৭ টি আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। যেন মুখস্থ করতে কারো অসুবিধা না হয়। প্রয়োজনে প্রিন্ট কপি তৈরি করে অবসর সময়েও আমরা কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন, আমীন।

০১ : কুরআন সুন্নাহ্’কে আঁকড়ে ধরা

নস-০১ : আয়াত (কুরআনের অনুসরণই হেদায়েতের একমাত্র পথ)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

তোমরা সবাই আল্লাহর রশিকে শক্তভাবে ধরে রাখো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না । আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখো । একটা সময় ছিল ,যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে । অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে । আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন , যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আসো।। -সুরা আলে ইমরান (৩) : ১০৩

ফায়েদা : আল্লাহর রশি দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআনুল কারিম। -তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর

নস-০২ : হাদীস (কুরআনের অনুসরণেই হেদায়েত)

عن أنس بن مالك :أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ، حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَاسْتَوَى عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ.

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের) পরের দিন মুসলমানরা যখন আবু বকর রাযি. এর হাতে বাইআত গ্রহণ করছিল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের উপর উপবিষ্ট

ছিলেন; তখন (আনাস ইবনে মালেক রাযি.) ওমর রাযি.কে আবু বকর রাযি. এর আগে হামদ-সানা ও কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বলতে শুনেছেন,

(হে লোক সকল!) আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে তাঁর নিজের কাছে যা আছে (তাঁর সান্নিধ্য ও প্রতিদান) সেটাই পছন্দ করেছেন। আর এই সেই কিতাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের রাসূলকে হেদায়াত দান করেছেন। সুতরাং তোমরা একে আঁকড়ে ধর, তাহলে হেদায়াত লাভ করবে। আল্লাহ তো এ কিতাবের মাধ্যমেই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত দান করেছেন। -সহীহ বুখারী : ৭২৬৯

নস-০৩ : হাদীস (আল্লাহর পছন্দনীয় তিনটি কাজ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ .

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন।

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা পছন্দ করেন, তা হল, (এক.) তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। (দুই.) তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করবে না এবং (তিন.) সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে মজবুত ভাবে ধারণ করবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।

এবং তিনি তোমাদের জন্য যা অপছন্দ করেন তা হল, (এক.) অহেতুক কথাবার্তা বলা, (দুই.) (বিনা প্রয়োজনে) অধিক প্রশ্ন করা এবং (তিন.) সম্পদ নষ্ট করা। -সহীহ মুসলিম : ১৭১৫

নস-০৪ : হাদীস (সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা)

عن الْعِرْبَاض بن سارية ﷺ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ

يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

হযরত ইরবায বিন সারিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন, তাতে চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেলো এবং অন্তর বিগলিত হয়ে গেলো। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দেন?

তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা শীঘ্রই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ-আদর্শ এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাহ-আদর্শের অনুসরণ করবে। তোমরা তা আঁকড়ে ধরো এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকো। (দীনের মধ্যে) নব আবিষ্কৃত প্রতিটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকো। কারণ (দীনের মধ্যে) নব আবিষ্কৃত প্রতিটি বিষয়ই হলো বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আত হলো ভ্রষ্টতা। -সুনানে আবু দাউদ : ৪৬০৭

* * *

০২ : ইমারাহ ও মাসউলিয়্যাত

নস-০৫ : আয়াত (আল্লাহ প্রদত্ত আমানত)

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ.

আমি আসমান, জমিন ও পর্বতরাজির কাছে এ আমানত পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং একে (বহন করতে) ভয় করল।

তবে মানুষ তা বহন করে নিল। বস্তুত সে (নিজের প্রতি) বড় জালেম, (এবং পরিণাম সম্পর্কে) বড়ই অজ্ঞ।-সুরা আহযাব (৩৩) : ৭২

ফায়েদা : এখানে আমানত অর্থ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ মেনে চলার যিম্মাদারী গ্রহণ।(তাওযীহুল কুরআন) এ যিম্মাদারী গ্রহণ করার পর যারা তা মেনে চলবে তারা পুরস্কৃত হবে আর যারা মেনে চলবে না তারা শাস্তির উপযুক্ত হবে। আসমান, জমিন ও পাহাড়-পর্বত এ জন্যই তা গ্রহণ করেনি যে, এর পরিণতিতে শাস্তির ঝুঁকি রয়েছে । কিন্তু মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের আশায় তা গ্রহণ করে নিয়েছে।

নস-০৬ : হাদীস (প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " . قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা প্রত্যেকেই (মাসউল বা) দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলেন, আমার মনে হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, পুরুষ তার পিতার সম্পদের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। -সহীহ বুখারী : ২৪০৯, সহীহ মুসলিম : ১৮২৯

নস-০৭ : হাদীস (অধীনস্থদের প্রতি অবহেলার ফল)

عن أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ ؛ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ.

হযরত আবু মারয়াম আল আযদী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা যাকে মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব দূর করা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে (অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ না করে), আল্লাহ তাআলাও তার প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব দূর থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখেন (অর্থাৎ তার প্রয়োজনগুলো তিনি দূর করেন না)। -সুনানে আবু দাউদ : ২৯৪৮

ফায়েদা : দায়িত্বশীলগণ উচিত, অধীনস্থদের প্রয়োজন, সুবিধা-অসুবিধা, অভিযোগ-অনুযোগ ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী হওয়া। তা না হলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তদেরকে পাকড়াও করবেন।

নস-০৮ : হাদীস (জান্নাতে প্রবেশে বিলম্ব হওয়ার কারণ)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোনো আমীর মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব নেয়ার পর তাদের কল্যাণে (যথাসাধ্য) শ্রম ব্যয় না করবে এবং এবং তাদের হিতকামনা না করবে সে মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বরং তার জান্নাতে প্রবেশে বিলম্ব হবে) -সহীহ মুসলিম : ১৪২

* * *

০৩ : জামাআহ ও ত্বআহ (আনুগত্য)

নস-০৯ : আয়াত (ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের আনুগত্য করো। -সূরা নিসা (০৪):৫৯

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। পরস্পর বিবাদ করো না। অন্যথায় দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে । আর ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। -সুরা আনফাল (৮) : ৪৬

ফায়েদা : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোনো নির্দেশ সামনে এলে তা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং আমীরের কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ শরিয়ত পরিপন্থী না হলে নিজের চাহিদার খেলাফ হলেও তা মেনে নিতে হবে এবং পালন করতে হবে। কিছুতেই তার সাথে বিবাদে জড়ানো যাবে না। কারণ, বিবাদের অনিবার্য পরিণতি, ব্যর্থতা ও পরাজয়।

নস-১০ : হাদীস (অবাধ্যতা ইসলাম ত্যাগের পথ উন্মুক্ত করে দেয়)

عن الحارث الأشعري قال: قال النبي ﷺ : أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ.

হযরত হারিস আল আশআরি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি, যে কাজগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, ১. (আমীরের কথা) শোনা। ২. (তাঁর) আনুগত্য

করা। ৩. জিহাদ করা। ৪. হিজরত করা। ৫. জামাতবদ্ধ থাকা । এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেলল। (অর্থাৎ সে যেন ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল) যতক্ষণ না আবার জামাতে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের রীতি-নীতির দিকে আহবান করে সে জাহান্নামীদের দলভূক্ত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে? তিনি বললেন, যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে। -জামে তিরমিযী : ২৮৬৩

নস-১১ : হাদীস (সফল মুজাহিদ ও ব্যর্থ মুজাহিদ)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً، وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ.

হযরত মুআয বিন জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিহাদ দু'ধরনের। (উদ্দেশ্য হল, জিহাদের ক্ষেত্রে মুজাহিদ দু' ধরনের) প্রথম হল এমন মুজাহিদ, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (জিহাদে অংশগ্রহণ করে)। ইমামের আনুগত্য করে। (আল্লাহর পথে নিজের) প্রিয় জিনিস ব্যয় করে এবং (সব ধরনের) ফিতনা-ফাসাদ থেকে দূরে থাকে। এমন ব্যক্তির নিদ্রা ও জাগরণ সবই ইবাদতরূপে গণ্য হয়। আর দ্বিতীয় হল এমন মুজাহিদ যে লোক দেখানো এবং প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে। ইমামের অবাধ্য হয় এবং জমিনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে । এমন ব্যক্তি যা নিয়ে (জিহাদে) এসেছিল তাও নিয়ে ফিরতে পারে না (অর্থাৎ তার কোন সওয়াব তো হয়ই না বরং যা ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়)। -সুনানে নাসায়ী : ৪১৯৫

ফায়েদা : জিহাদ করলেই যে তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে এমন ভাবা চরম বোকামি। তাই আমার জিহাদ সহীহ হচ্ছে কি না, সেজন্য প্রতিনিয়ত নিজের মুহাসাবা করা জরুরি।

নস-১২ : হাদীস (আমীরের আনুগত্যেই রাসুলের ﷺআনুগত্য)

عن أبي هريرة ﷺ أنه قال قال رسول الله ﷺ : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে (মূলত) আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহরই অবাধ্য হল। যে আমীরের আনুগত্য করল সে (মূলত) আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্য হল সে আমার অবাধ্য হল। আমীর হল ঢাল স্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং আত্মরক্ষা করা হয়। যদি সে আল্লাহভীতি মূলক কাজের নির্দেশ দেয় এবং ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে তবে সে এর বিনিময়ে প্রতিদান পাবে আর যদি এর বিপরীত করে তবে এর শাস্তি তার উপরই আসবে। -সহীহ বুখারী : ২৯৫৭

* * *

০৪ দাওয়াহ:

নস-১৩ : আয়াত (হিকমাহ ও মাওইযায়ে হাসানাহ)

اُدْعُ اِلٰى سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِیْنَ

তুমি হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশের মাধ্যমে (মানুষকে) নিজ প্রতিপালকের পথে আহবান করো। (যদি কখনো বিতর্ক করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে) তাদের সাথে অতি উত্তম পন্থায় বিতর্ক করবে। যারা তোমার প্রতিপালকের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন এবং যারা সঠিক পথে রয়েছে তাদের সম্পর্কেও তিনিই বেশি জানেন। -সুরা নাহল (১৬) : ১২৫

ফায়েদা : প্রজ্ঞার সাথে মজবুত দলিল প্রমাণসহ নম্র ও কোমল ভাষায় সত্যকে উপস্থাপন করাই হল দাওয়ার সঠিক পদ্ধতি।

নস-১৪ : হাদীস (নেকি লাভের সহজ উপায়)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لهُ مِنَ الأَجْرِ مِثلُ أُجورِ مَنْ تَبِعهُ لاَ يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا.

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ (মানুষকে) হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যত লোক তার অনুসরণ করবে সে তাদের সবার সমপরিমাণ নেকি লাভ করবে। (এ কারণে) তাদের নেকি একটুও কমবে না। -সহীহ মুসলিম : ২৬৭৪

নস-১৫ : হাদীস (লাল উটের চেয়েও উত্তম)

عن سهل بن سعد ﷺ: ان رسول الله ﷺ قال لعلي بن أبي طالب حينما أرسله براية الإسلام إلى غزوة خيبر

انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

হযরত সাহাল বিন সাআদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আলী বিন আবু তালেবের হাতে ঝান্ডা দিয়ে খায়বারে প্রেরণ করছিলেন তখন তাকে বলেন, তুমি চলতে থাকবে যতক্ষণ না তাদের সীমানায় পৌঁছে যাবে। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে এবং তাদের উপর যা কর্তব্য তা তাদেরকে জানাবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হেদায়েত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য (অতি মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে। -সহীহ বুখারী : ৩০০৯

নস-১৬ : হাদীস (পৌঁছে দাও, একটি আয়াত হলেও)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও। বনি ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করতে পারো, অসুবিধা নেই। তবে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিল। -সহীহ বুখারী : ৩৪৬১

ফায়েদা : কেউ যদি একটি মাত্র আয়াত জানে তার প্রতিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ হল তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া । তাহলে যারা কুরআন-হাদিসের ইলমের ধারক বাহক তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

* * *

দোয়া-১৭

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ﷺ، قَالَ: « إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ .» رواه مسلم

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ (নামাযের মধ্যে) তাশাহহুদ পড়ে ফেলবে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করে বলে, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি। -সহীহ বুখারী : ১৩৭৭; সহীহ মুসলিম : ৫৮৮